Bhatter college ,Dantan

Department of History

Teacher name: Priyaranjan Patra

Class :2nd sem (general)

paper: DSC-1B (CC-2) Medieval India

Note:Arab Conquest of sindh: Nature and Impact

Scanned with CamSc

১। ভারতে প্রথম মুসলমান আক্রমণ কবে, কার নেতৃত্বে ঘটে? কোন্ সূত্র থেকে এই আক্রমণের বিবরণ পাওয়া যায়?

উঃ ইরাকের আরব শাসক হজ্জাজের সেনাপতি মহম্মদ-বিন-কাশেম ৭১২ খ্রিস্টাব্দে সিন্ধুর রাজা দাহিরকে পরাজিত করে ভারতে প্রথম মুসলমান আক্রমণের সূচনা করেন।

আরবি ভাষায় রচিত *চাচ্‌নামা* ও মির মহম্মদ মাসুম রচিত *তারিখ-ই-সিন্ধ* থেকে আরবদের সিন্ধু অভিযানের বিবরণ পাওয়া যায়।

২। আরবদের সিন্ধু অভিযানের (৭১১-১২ খ্রিস্টাব্দ) কারণ কী?

উঃ আরবদের সিন্ধুদেশ অভিযানের প্রধান কারণ ঃ (১) ইসলাম জগতের ধর্মগুরু খলিফার নেতৃত্বে ইসলামি সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটানো ; (২) ভারতের সম্পদ ও ঐশ্বর্য লুণ্ঠনের প্রতি আগ্রহ ; (৩) আরব সাগর দিয়ে ভারতের সঙ্গে ইউরোপের বাণিজ্যে কর্তৃত্ব স্থাপন এবং (৪) ইরাকের শাসক হজ্জাজের উদ্দেশে সিংহলরাজ প্রেরিত জাহাজ সিন্ধু সংলগ্ন আরব সাগরে জলদস্যু কর্তৃক লুণ্ঠনের প্রতিশোধ গ্রহণ।

৩। আরবদের সিন্ধু অভিযানের তাৎক্ষণিক বা প্রত্যক্ষ কারণ কী ছিল?

উঃ অষ্টম শতাব্দীর প্রথম দিকে ইরাকের শাসনকর্তা হজ্জাজের উদ্দেশে সিংহলরাজ একটি জাহাজে প্রচুর উপঢৌকন পাঠান। সিন্ধুদেশ সংলগ্ন আরবসাগরে সেই জাহাজ জলদস্যুদের দ্বারা লুণ্ঠিত হয়। এর জন্য হজ্জাজ সিন্ধুর রাজা দাহিরকে দায়ী করেন ও ক্ষতিপূরণ দানের নির্দেশ দেন। দাহির এ নির্দেশ অমান্য করলে হজ্জাজের সেনাপতি মহম্মদ-বিন-কাশেম সিন্ধু অভিযান করেন। এটি ছিল আরবদের সিন্ধু অভিযানের প্রত্যক্ষ কারণ।

৪। আরবদের সিন্ধু বিজয়ের তাৎপর্য কী? বা, আরবদের সিন্ধু বিজয়কে কি 'নিষ্ফল' বলা যায়?

উঃ আরবদের সিন্ধু বিজয় রাজনৈতিক দিক দিয়ে 'নিষ্ফল' ঘটনা হলেও এর বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব ছিল যথেষ্ট ঃ (১) পশ্চিম উপকূলে আরবদের

Scanned with CamSc

বাণিজ্যিক ক্রিয়াকলাপ আরও সুদৃঢ় হয় ; (২) ভারতীয় দর্শন, আয়ুর্বেদ শাস্ত্র, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা ইত্যাদি আরবীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে।

৫। সুলতান মামুদ কবে ভারত আক্রমণ করেন? তিনি পাঞ্জাবের কোন্ হিন্দু রাজাকে পরাজিত করেন? তাঁর ভারত আক্রমণের উদ্দেশ্য কী ছিল?

উঃ গজনির সুলতান মামুদ ১০০০ খ্রিস্টাব্দে ভারত আক্রমণ করেন এবং ১০২৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি মোট ১৭ বার ভারতে অভিযান চালান বলে জানা যায়। তিনি পাঞ্জাবের হিন্দু শাহী বংশের রাজা জয়পালকে পরাজিত করেন।

সুলতান মামুদের ভারত আক্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—(১) ভারতের অপরিমিত ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করা, (২) হিন্দু-মন্দির ও দেবদেবীর মূর্তি ধ্বংস করে পৌত্তলিকতার অবসান ঘটানো এবং (৩) ইসলাম জগতে নিজ মর্যাদা বৃদ্ধি করা।

৬। সুলতান মামুদের ভারত আক্রমণের বিবরণ পাওয়া যায়—এমন দুটি গ্রন্থ ও তাদের লেখকের নাম উল্লেখ করো।

উঃ সুলতান মামুদের ভারত আক্রমণের বিবরণ পাওয়া যায় (ক) অল-উৎবি রচিত *কিতাব-উল-ইয়ামিনি* এবং (খ) অল-বিরুনি রচিত *কিতাব-উল-হিন্দ* থেকে।

৭। সুলতান মামুদ কবে সোমনাথ মন্দির লুণ্ঠন করেন?

উঃ সুলতান মামুদ ১০২৬ খ্রিস্টাব্দে গুজরাটের বিখ্যাত সোমনাথ মন্দির লুণ্ঠন ও ধ্বংস করেন।

৮। সুলতান মামুদের ভারত অভিযানের প্রধান ফলাফল কী ছিল?

উঃ মামুদের ভারত অভিযানের প্রধান ফলাফল হল ঃ (ক) ভারত অভিযানে মামুদের সাফল্য পরবর্তীকালে তুর্কিদের ভারত আক্রমণে উৎসাহিত করে ; (খ) মামুদের আক্রমণ প্রতিরোধে ভারতীয় রাজাদের ব্যর্থতা তাদের সামরিক শক্তির দুর্বলতা প্রমাণ করে ; (গ) নির্বিচারে হিন্দু মন্দির ও দেবদেবীর মূর্তি ধ্বংস করার ফলে বহু শতাব্দীর পুরানো স্থাপত্য-ভাস্কর্যের নিদর্শনগুলি বিনষ্ট হয়ে যায় ; (ঘ) এদেশের রাজ্য ও মন্দিরগুলিতে দীর্ঘদিনের সঞ্চিত ধন-দৌলত ও মূল্যবান মুদ্রাভাণ্ডার লুণ্ঠিত হওয়ায় তৎকালীন অর্থনীতি কিছুটা আঘাত পেয়েছিল।

৯। সুলতান মামুদ ও মহম্মদ ঘুরির ভারত আক্রমণের উদ্দেশ্যের মধ্যে কী পার্থক্য ছিল?

উঃ সুলতান মামুদের ভারত আক্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভারতের অপরিমিত ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করা এবং হিন্দু মন্দির ও দেবদেবীর মূর্তি ধ্বংস করে পৌত্তলিকতার অবসান ঘটানো।

পক্ষান্তরে, মহম্মদ ঘুরির ভারত অভিযানের প্রধান লক্ষ্য ছিল এদেশে রাজ্য জয় করে স্থায়ী মুসলমান সাম্রাজ্য গড়ে তোলা।

Scanned with CamSc

১০। তরাইনের প্রথম যুদ্ধ কবে, কাদের মধ্যে হয়? এর ফলাফল কী হয়েছিল?

উঃ তরাইনের প্রথম যুদ্ধ ১১৯১ খ্রিস্টাব্দে দিল্লি ও আজমিরের চৌহান বংশীয় রাজা তৃতীয় পৃথ্বীরাজ ও মহম্মদ ঘুরির মধ্যে সংঘটিত হয়।

এই যুদ্ধে মহম্মদ ঘুরি পরাজিত হন এবং মারাত্মকভাবে আহত হয়ে গজনিতে ফিরে যান।

১১। তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধের গুরুত্ব কী?

উঃ ১১৯২ খ্রিস্টাব্দে তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে মহম্মদ ঘুরি চৌহানরাজ তৃতীয় পৃথ্বীরাজকে পরাজিত ও নিহত করেন। এর ফলে (১) উত্তর ভারতে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয় ; (২) ভারতীয় রাজাদের সামরিক দুর্বলতা প্রমাণিত হয় ; এবং (৩) রাজপুত শক্তি চরম আঘাত পায়।

১২। চন্দাওয়ারের যুদ্ধ কবে কাদের মধ্যে সংঘটিত হয়? এই যুদ্ধের ফল কী হয়েছিল?

উঃ চন্দাওয়ারের যুদ্ধ ১১৯৪ খ্রিস্টাব্দে মহম্মদ ঘুরি ও কনৌজের গাহড়বাল বংশীয় রাজা জয়চন্দ্রের মধ্যে সংঘটিত হয়।

এই যুদ্ধে জয়চন্দ্র পরাজিত ও নিহত হন এবং বারাণসী পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল মহম্মদ ঘুরির করায়ত্ত হয়।

১৩। উত্তর ভারতে তুর্কিদের (মহম্মদ ঘুরি) দ্রুত সাফল্যের কারণ কী?

উঃ উত্তর ভারতে তুর্কিদের দ্রুত সাফল্যের প্রধান কারণগুলি হল ঃ (১) সমকালীন ভারতে কোনো কেন্দ্রীয় শক্তিশালী রাজশক্তির অভাব ; (২) জাতিভেদ, বর্ণবৈষম্য, বহুবিবাহ, দেবদাসী প্রথা প্রভৃতির ফলে হিন্দু সমাজের অবক্ষয় ও অনৈক্য ; (৩) তুর্কিদের সামরিক দক্ষতা এবং (৪) দ্রুতগামী অশ্বারোহী বাহিনীর ব্যবহার।

১৪। ভারতে তুর্কি বিজয়ের ফল কী ছিল?

উঃ ভারতে তুর্কি বিজয়ের ফলে (১) ভারতে বহুরাষ্ট্রিক ব্যবস্থার অবসান ঘটে এবং কেন্দ্রীভূত রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা হয় ; (২) মধ্য-এশিয়ার রণকৌশল ও সামরিক সংগঠন ভারতে প্রচলিত হয় এবং (৩) মধ্য-এশিয়া, পশ্চিম এশিয়া ও আফ্রিকার নিকটতম অঞ্চলগুলির সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ স্থাপিত হয়।

১৫। কোন্ তুর্কি সেনাপতি বাংলাদেশ জয় করেন? তখন বাংলার রাজা কে ছিলেন? কোন্ গ্রন্থ থেকে তুর্কিদের বাংলাদেশ জয়ের কাহিনি জানা যায়?

উঃ মহম্মদ ঘুরির এক সেনাপতি ইক্তিয়ারউদ্দিন বক্তিয়ার খলজি (১২০৩ খ্রিস্টাব্দ) নদীয়া জয় করেন।

তখন বাংলার শাসক ছিলেন লক্ষ্মণসেন।

Scanned with CamSc

মিনহাজউদ্দিন সিরাজের *তবাকৎ-ই-নাসিরি* ও মহম্মদ ইসামির *ফুতুহ্-উস্-সালাতিন* নামক গ্রন্থ থেকে বক্তিয়ার খলজির নদীয়া জয়ের কাহিনি জানা যায়।

১৬। মধ্যযুগে (সুলতানি ও মুঘল) ভারত ইতিহাসের প্রধান উপাদানগুলি কী কী?

উঃ মধ্যযুগের ভারত ইতিহাসের প্রধান উপাদানগুলি হল ঃ (১) সরকারি দলিলপত্র; (২) সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের রচনা; (৩) বিদেশি পর্যটক ও বণিকদের রচনা ও বিবরণ; (৪) মুদ্রা এবং (৫) স্থাপত্য ও শিল্পকলার নিদর্শন।

১৭। অল-বিরুনি কে?

উঃ অল-বিরুনি ছিলেন সুলতান মামুদের সভাসদ ও বিশিষ্ট আরব পণ্ডিত। তিনি সুলতান মামুদের সঙ্গে ভারতে আসেন। ভারতীয় দর্শন, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সমাজ ও রাজনীতি সম্পর্কে এক মনোজ্ঞ বিবরণ তাঁর *কিতাব-উল-হিন্দ্* বা *তহকিক্-ই-হিন্দ্* নামক গ্রন্থে রেখে গেছেন। এটি মধ্যযুগের ভারত ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

১৮। 'তাজ-উল-মাসির', 'তবাকৎ-ই-নাসিরি' ও 'ফুতুহ-উস্-সালাতিন' গ্রন্থের লেখক ও গ্রন্থগুলির বিষয়বস্তু উল্লেখ করো।

উঃ *তাজ-উল-মাসির* গ্রন্থের লেখক হাসান নিজামি। এই গ্রন্থে মহম্মদ ঘুরির ভারত অভিযান, কুতুবউদ্দিন আইবক ও ইলতুৎমিসের আমলের প্রথমদিককার ঘটনাবলি বিবৃত হয়েছে।

তবাকৎ-ই-নাসিরি গ্রন্থের রচয়িতা মিনহাজউদ্দিন সিরাজ। ১২৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সুলতানি শাসনাধীন ভারতের ইতিহাস এই গ্রন্থের প্রধান বিষয়।

ফুতুহ-উস্-সালাতিন গ্রন্থের লেখক মহম্মদ ইসামি। সুলতান মামুদের সময় থেকে মহম্মদ বিন তুঘলকের আমল পর্যন্ত ভারত ইতিহাস এই গ্রন্থের প্রধান আলোচ্য বিষয়।

১৯। জিয়াউদ্দিন বরনি কে?

উঃ জিয়াউদ্দিন বরনি ছিলেন মধ্যযুগের একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক। তিনি সুলতান মহম্মদ-বিন-তুঘলক ও ফিরোজ শাহ তুঘলকের সময় উচ্চ সরকারি পদে আসীন ছিলেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *তারিখ-ই-ফিরুজশাহি* থেকে খলজি ও তুঘলক যুগের ইতিহাসের বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়।

২০। আমির খসরু বা খুসরভ কে?

উঃ আমির খসরু ছিলেন মধ্যযুগের ভারতে একজন বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক। তাঁর প্রকৃত নাম আবুল হাসান আমিনউদ্দিন খুসরভ। তিনি কাইকোবাদ, আলাউদ্দিন খলজি ও গিয়াসুদ্দিন তুঘলকের রাজসভা অলংকৃত করেছিলেন। তাঁর

Scanned with CamSc

ভারতবর্ষে মুসলমানদের সাফল্যের কারণ লেখ।—
অথবা মুসলমান আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের ব্যর্থতার কারণ আলোচনা করো, অথবা ভারতে তুর্কী সাফল্যের কারণ আলোচনা কর।—

ভূমিকা। — অষ্টম শতক থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যবর্তী কালে আরব সেনাপতি মহম্মদ-বিন-কাশিম এবং তুর্কী শাসক সুলতান মামুদ ও মহম্মদ ঘুরী ভারতে একাধিক অভিযান চালিয়ে ছিলেন এবং সাফল্য অর্জন করেছিলেন। এই যুদ্ধের বিজয় হল ভারতীয়দের সামরিক শক্তির অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ও ঐক্যের অভাব। ফলে সংযুক্ত বহিরাগত মুসলমানদের বিরুদ্ধে তারা কোন কার্যকরী প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি। এর পশ্চাতে অনেক গুলি কারণ ছিল।—

পারিবেশের প্রভাব। —
ব্রিটিশ ঐতিহাসিক এল ফিনস্টোন, লেনপুল, স্মিথ প্রমুখ বলেন — শীত প্রধান দেশ থেকে আগত মাংসাশী তুর্কো-আফগান পার্বত্যক সেনারা গ্রীষ্মপ্রধান ভারতবর্ষের নিরামিষভোজী ভারতীয় সৈন্যদের থেকে দেহেতে বলবান হওয়ায় জয়লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল। যদিও ঐতিহাসিক ঈশ্বরী প্রসাদ এই যুক্তিকে অস্বীকার করেছেন।

ধর্মীয় প্রেরণা। —
কেউ কেউ মনে করেন — মুসলমান সৈনিকদের ধর্মীয় প্রেরণা তাদের সাফল্যের সহায়ক হয়েছিল। বিধর্মী ও পৌত্তলিক হিন্দুদের ধ্বংস করে গাজী হওয়ার একান্ত ইচ্ছা তাদের জীবনপণ লড়াই করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

দুর্বল কেন্দ্র। —
অষ্টম শতক থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যবর্তী কালে ভারতে কোন কেন্দ্রীয় শক্তির অস্তিত্ব ছিলনা, ভারতবর্ষ ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল, তারা পারস্পরিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকায় আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে কোন কার্যকরী একজোট হতে পারে নি।

✓ **সামাজিক ত্রুটি।—**

ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার, আর. সি. মজুমদার প্রমুখরা তুর্কদের রণকৌশল, সৈন্য-মূলক ভারতীয় সামন্ত-তন্ত্রকে হিন্দুদের ব্যর্থতার কারণ চিহ্নিত করেন।

✓ **নৈতিক অবক্ষয়।—**

হিন্দুদের ব্যর্থতার আরও একটি কারণ নৈতিক অবক্ষয়, কে. এম. পানিক্কর বলেন — "Culture degeneration was the fore most cause of the defeat of Rajputs".

✓ **সামন্ত প্রথার কুফল।—**

Dr. R. C. Dutta এর মতে ভারতে সামন্ত প্রথায় অস্তিত্ব যে রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতার জন্ম দিয়েছিল তার সুযোগ নিয়েছিল আক্রমণকারীরা। সামন্ত প্রভুরা যথার্থ ভাবে সেনাদের প্রশিক্ষণ দিত না, ফলে সামন্তদের উপর নির্ভরশীল বাহিনী প্রয়োজনের মুহূর্তে কার্যকরী ~~প্রতিরোধ~~ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি।

✓ **সামরিক ত্রুটি।—**

হিন্দুদের প্রাচীন পন্থী সামরিক সংগঠন তাদের পতনের অন্যতম কারণ। প্রাচীন যুদ্ধ পদ্ধতি, হস্তীবাহিনীর উপর অত্যাধিক নির্ভরতা অনুন্নত অস্ত্র-শস্ত্র প্রভৃতি ভারতীয় সেনা বাহিনীর গতিশীলতা নষ্ট করেছিল। অন্যদিকে তুর্কীদের দ্রুত গতি সম্পন্ন অশ্বারোহী বাহিনী ভারতীয় হস্তী-বাহিনীর তুলনায় অধিক কার্যকরী ছিল।

✓ **কৌশলগত ত্রুটি।—**

ভারতীয়দের যুদ্ধ-কৌশলগত ত্রুটিও তাদের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ। ঐতিহাসিক হবিবুল্লাহ বলেছেন যে রাজপুতরা যদি রক্ষণাত্মক যুদ্ধ না করে আক্রমণাত্মক যুদ্ধ করত তাহলে যুদ্ধে জয়ী হতে পারত।

✓ **নেতৃত্বের অভাব।—**

ভারতীয়দের মতে উন্নত ও দক্ষ নেতৃত্বের অভাব ছিল। মহম্মদ ঘুরী প্রমুখের উন্নত দক্ষতা ও নেতৃত্বদানের যে ক্ষমতা ছিল তা অন্য কোন ভারতীয়দের মধ্যে ছিল না।

Scanned with CamSc